

চক্রবাকের পাঞ্জিকা

অমিতাভ সেনগুপ্ত

ছবি - লেখক

মানুষের ইতিহাস লেখার শুরুতে এক আকর্ষক রূপকথা শোনান ওহাইওর অ্যান্টিয়ক কলেজের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাচ বংশোদ্ভূত আমেরিকান হেব্রিক ভান লুন। উত্তর গোলার্ধে ভিডজড নামে এক দেশে একশো মাইল লম্বা, একশো মাইল চওড়া এক অতিকায় পর্বতে প্রতি হাজার বছর ব্যবধানে একটি ছোট্ট পাখি উড়ে এসে বসে তার ঠোট শানায় পর্বতের গায়ে। একদিন এভাবেই ক্ষয় হয় ওই অতিকায় পর্বত। সেটি অনন্তকালের ক্যালেন্ডার থেকে একটি দিনাবসান। মহাকালের বিপুলায়তন অলক্ষ-প্রবাহ নিরিখে মানুষের সময়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতার রূপক। রৈখিক সময়সারণি ধরে বধ্যভূমে হেঁটে যাওয়া মানুষ। কালরূপ মহাপর্বতে আঁচড় কেটে সময়ের অসংখ্য খোপে বংশবৃদ্ধি তার। অনন্ত সে বোঝে বটে। তবে ওইটুকুই। সমুদ্রের ঢেউ বালুকণা ধুয়ে দিলে কতটা ক্ষয় মহাদেশ, মাটির নীচের পার্মাফ্রস্ট গলে কতটা গ্রিনহাউস এফেক্ট তৈরি করে এতসব বোঝার অবকাশ তার কোথায়। শিল্পবিপ্লব থেকে কাণ্ডগোলহারা, দিকভ্রান্ত, দান্তিক। আসলে অসহায়। কঙ্কালটাকে কালের স্কফে টেনে কাউন্টডাউন একদিন শূন্যে থেমে পড়ে। কতখানি বৃহৎ সে হেনড্রিক ভান (নাকি 'ফন'?) লুনের উত্তরে ছোট্ট পাখির মাপে? প্রতি হাজার বছরে একবার দৈত্যাকার প্রতীকী পাহাড়ে ঠোট ঘষে, অলক্ষ্যে যে ক্ষইয়ে দেয় এমনকি কালের অনন্তপ্রবাহ থেকে একটি দিন, ওই যে পাখি, ওর কোন্ সময়ে তবে বাস? ওর কি নিউটনীয় বৃত্তাকার সময়? পুনর্জন্ম হয়? কোন্ কুয়াশায় ওদের হারিয়ে যাওয়া? কী সে আকারগ্রাসীতা? আগুন, মাটি, বাতাস না জল, অন্তরীক্ষ না কি মৌলি? কে লেখে ওদের শোকগাথা? জানে কে তারা ছিটনো অন্ধকার? ওদের আজ কাল পরগুর গল্প নেই, যেমন মানুষের। ওদের যাপন বহতা সময়ে। বর্গফিট নেই যে সুরম্য ড্রয়িং-দেয়ালে লটকে দেয় পাতায় পাতায় রঙিন সন-তারিখের ক্যালেন্ডার। উৎসবের দিনক্ষণ, চাঁদের কলাবৃদ্ধি ক্ষয়। উইক-ডে, লালকালি-দিন, জাতীয়তাবাদী আশ্ফালনের দিন, একান্ত আপন অ্যানিভারসারি-দিন, বউ-ছেলেমেয়ের কেক-কাটা হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ ফো (রিয়া) দিন, পুজো বা ক্রিসমাস-হলিডে প্যাকেজ-দিন। ধোপার হিসেব লাল-নীল-সবুজ কালিতে গোল করা। অথবা অন্য কিছু গুচতর। যাদের আজ-কাল-পরশু নেই তারা বাঁচে কী নিয়ে, কী আশায়, আশ্চর্য! তাহলে সুখ-দুঃখও নেই নির্যাত্ত! সো বোরিং! ভূমি, চন্দ্রবিন্দু, ক্যাকটাস, কবীর, নচিকেতা, এ আর

রহমান নেই। কে ওদের গানের লিপিকার? কে দেয় সুর? কেউ কী ওদের আঁক কষে? মা-পাখির গান কী ছব্ব নকল করে তার ছানারা? অথবা কি একই পাখি ঘুরেফিরে আসে? গান গায়, উড়ে যায় সময়ের কুটিল কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে! তবে? এই তবেতেই আটকে যাওয়া। শোবার ঘরের জানলার পাশে বিঘে খানেক পতিত জমিতে ভোরের হাওয়ায় দোলা ঢ্যাঙা কাশফুল ঝাড়। খুব চেনা ক্ষীণ আওয়াজ কানে এল। চি-চিপ, চি-চিপ। বিছানা ছেড়ে উঠে জানলায় এসে দাঁড়াই। হ্যাঁ, ওই তো সে সাদা কালোর দোহারা গড়ন। লম্বা ল্যাজখানি দিবি নাড়িয়ে পোকাকর সন্ধানে ঘুরঘুর। প্রথম আলোয় ছোপানো ধূসর সাদা ডানা। সাদা পেট। বুকে কালো স্কার্ফের মতো চওড়া রেখা। কালো পুঁতি-দানা চকচকে চোখ। পথ পাশে পুচ্ছ নাচান খঞ্জনটি। এদের তিন প্রজাতির মধ্যে এই ভারতীয় সাদা খঞ্জনদেরই বেশি দেখা যায়। অপর দুটি—হজসন'স পাইড, পাইড মাস্কড, কম নজরে পড়ে। পশ্চিম সাইবেরিয় সমভূমি, পূর্ব কাস্পিয়ান সাগর সংলগ্ন কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান নিবাসী 'motacilla (alba) dukhunensis' প্রজাতির এই মেহমানই ঘুরেফিরে গত চার বছর শরতের পোস্টম্যান হয়ে জানলার কাছে এসে মৃদু টকটকায় — বাজল তোমার আলোর বেণু। নির্ভুল আগমনী। ওদেরও তবে ক্যালেন্ডার!

পনেরো কোটি বছর আগের অ্যাভিস আর্কিওসরাস বা পালকযুক্ত ডাইনোসরকে আজকের পাখি ও কুমির গোত্রীয়দের দূরতম পূর্বপুরুষ বলা হচ্ছে। দূরত্বটা এতই আলোকবর্ষীয় অসীম যে ডাইনোসর থেকে উড়ুকু ডাইনোসরের অন্তিমে অ্যালিয়াস পাখি হয়ে যাওয়া হঠাৎ ভোজবাজি লাগে আধুনিক মানুষের। অথচ লম্বা টিকটিকি ল্যাজ, উড়ান পালকযুক্ত আর্কিওপটেরেক্স আকৃতিতে যেন করভিডি (কাক, দাঁড়কাক, হাঁড়িচাচা) পরিবারভুক্ত “জে” পাখির কার্বন কপি। এহেন বয়স্যদের কোনো দিনক্ষণ, মাস-বছরের হিসাব-কিতাব থাকবে না? তাও কি হয় নাকি! বিবর্তনের জয়েন্ট এন্ট্রাস হার্ডল পেরোতে পারল না যারা তাদের নিম্নবুনিয়াদি তো পাশ করিয়েছে প্রকৃতি। ক্যালেন্ডার ওদেরও একটা আছে। এবং মহাপ্লাবনভাসি নোয়ার আর্কের পায়রাকে যদি পয়েন্ট দিতে হয় তবে স্বীকার করতেই হবে দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দে চিনা হানবংশীয়দের সময় দিক-নির্ণয়যন্ত্র আবিষ্কারের বহু আগেই প্রকৃতিদত্ত কম্পাস যন্ত্রটির ব্যবহার পাখিরাই প্রথম করছে। “The dove came to him

toward evening, and behold, in her beak was a freshly picked olive leaf'. জেমস হারনেল একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণায় ("The Role of Birds in Early Navigation") দেখিয়েছেন বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলি নৌপথে সামুদ্রিক দ্বীপের অস্তিত্ব এবং সঠিক অবস্থান খুঁজতে পাখিদের কাজে লাগিয়েছে। সমুদ্র বণিকের বাণিজ্যপোতে খাঁচায় ভরা পাখিদের উপস্থিতির বিবরণ রয়েছে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে বৌদ্ধগ্রন্থ সুত্তপিটকে। জাহাজ দিকভ্রষ্ট হলে কাছে-পিঠে দ্বীপ খুঁজে পেতে অকূল দরিয়ায় ওই পাখিদের ছেড়ে দেওয়া হত। শারীরবৃত্তে সংস্থাপিত এক রহস্যময় গঠনতন্ত্র পাখিদের সহজক্রিয়া নিয়ামক। এই আধা-অলীক ক্যালেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করে সূর্যের অয়ন-চলন। দিন রাতের দৈর্ঘ্য। তাপমাত্রার পরিবর্তন। শরতের দিন ছোটো হতে থাকলে মেরু অঞ্চলের পাখিদের উষ্ণতর দক্ষিণে উড়ে যাওয়া শুরু। সব পার্থিব জীবনই সূর্য প্রভাবিত। আপাতদৃষ্টিতে সূর্যালোকের হেরফেরে পাখিদের প্রতিক্রিয়া খুব নাটকীয়। দিন-চরা পাখিদের বেশি ডিম পাড়ার সহায়ক দীর্ঘতর দিন। উত্তর মেরুর যে পাখিরা শীতে দেশান্তরী হয় না, দেখা গেছে তারা তুলনায় কমসংখ্যক ডিম পাড়ে। একটিই ডিম পাড়ে মেয়ে পেঙ্গুইন। দুটি ডিম হলে তা বিরল। এছাড়া রয়েছে খাবারের খোঁজ। তুষারে ঢাকলে খাবার কই। অতএব পরিযান। চল্লিশ সেন্টিমিটার আয়তনের জলচর পাখি দীর্ঘচঞ্চু বার টেইলড গডউইটের প্রজনন স্থান স্ক্যান্ডিনেভিয়া, সাইবেরিয় তুন্দ্রা, আলাস্কা। শীতে পূর্ব-এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া সর্বত্রগামী এদের দখলে পিলে চমকান টানা উড়ানের পক্ষীকূল রেকর্ড। বার হাজার কিলোমিটার না-থেমে উড়ে যাওয়া! আধুনিক অ্যাভিয়েশন বৃত্তান্তে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের ফ্লাইট-বাইশ-এর সিঙ্গাপুর-নিউইয়র্ক নন-স্টপ উড়ান। এশিয়া আক্ষু লাঙ্কা রুটে ১৬,৬০০ কিলোমিটার সাড়ে সতেরো ঘণ্টায়। সুপারজেট যুগের মানুষ সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার মাত্র এগিয়ে প্রকৃতি চালিত চল্লিশ সেন্টিমিটারের ওই পাখির তুলনায়। ভেবে দেখার মতো বৈকি! উত্তর চিম্বার মঙ্গলাজোরিতে বার টেইলড গডউইট সহোদর ব্ল্যাক টেইলড গডউইট ঝাঁকের আশ্চর্য উড়ান থেকে থেকে হিচককের বিখ্যাত ছবি 'দি বার্ডস' মনে করাচ্ছিল।

উত্তর-চব্বিশ পরগণার খড়িবেড়ের ভেড়িতে ২০১২ মে মাসের চমক প্যাসিফিক প্লোভারের ছোটো একটা দল। এরাও দূর পরিযায়ী। উত্তরমেরু ঘেঁষা সাইবেরিয়া, আলাস্কা থেকে বছরের পর বছর মহাসমুদ্র পেরিয়ে ছোটো বড়ো অগুস্তি দ্বীপের স্টপ-ওভার নিখুঁত মনে রেখে অগাস্ট-সেপ্টেম্বর একটা দল পূর্ব গোলার্ধে উড়ে চলে উত্তর আটলান্টিক, ক্যারিবিয় সাগর হয়ে। আসা যাওয়া মিলিয়ে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটার পাড়ি! অবিস্মাস্য শোনাতেও প্রায় অর্ধেক পৃথিবী উড়ে চলা! এর মধ্যে চার হাজার কিলোমিটার খোলা সমুদ্রের উপর দিয়ে টানা উড়ান। তেইশ/ছাব্বিশ সেন্টিমিটারের খুদে পাখিগুলো জলও খায় না ওই সময়। তেপ্তা মেটায় শরীরের সঞ্চিত মেদ। শরীরের বাড়তি মেদ ঝরাতে জিম, ডায়েটিং কত কাণ্ড মানুষের। উলটো নিদান হাঁকে পরিযায়ীদের অদৃশ্য ট্রেনার। 'হাইপারফেজিয়া' ওদের এক বিশেষ শারীরিক অবস্থা যখন হরমোনের মাত্রা হুবু পরিযায়ীদের বাধ্য করে শরীরের ওজন রাতারাতি বাড়িয়ে ফেলতে। যাত্রা শুরুর কিছুদিন আগে থেকে প্রচুর খেতে থাকে ওরা। যেন লং-ড্রাইভের আগে এস-ইউ-ভি গাড়ির ফুল-ট্যাংকি জ্বালানী লোড। চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অ্যারিস্টটলও লক্ষ করেন বিষয়টা। পাখিদের অতিভোজন আরও এক সংকেতবাহী। আবহাওয়ার অস্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি, ঝড়তুফান, প্রবল বর্ষণ, তুষারপাতের আগাম লক্ষণ টের পাওয়ামাত্র খাওয়া বাড়িয়ে দেয় ওরা। মানুষের মতোই মজুতদারি। তবে শুধু নিজের প্রাণটুকু

বাঁচানোর তাগিদে। অন্যের দুরাবস্থার সুযোগে বাড়তি নাফা করা নয়।

পাখিদের পরিযান এবং তজ্জনিত সহজক্রিয়া এত নিখুঁত সময় নিয়ন্ত্রিত যে ঋতুচক্র ঘূর্ণনের সঙ্গে তার ফারাক খুব সামান্যই। সম্ভবত সেটা লক্ষ করেই আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা ওদের ক্যালেন্ডার মাসের কয়েকটার নাম দেয় পাখিদের নামে। যেমন ফেব্রুয়ারি 'Crow Moon' মাস। অগাস্ট 'Greese shed feathers Moon' মাস। আধুনিক পক্ষীবিজ্ঞান বলছে উত্তর গোলার্ধের রাজহাঁস পরিযায়ী উড়ানের আট থেকে দশ সপ্তাহ আগে জুন থেকে অগস্টের মধ্যে পালক বারায়। অক্টোবর 'Flying Ducks Moon' মাস। উত্তরের 'অটম', আমাদের শরৎ ঋতুর আগমনে উত্তর গোলার্ধের পক্ষীকূল দক্ষিণগামী হতে থাকে। পরিযানের বাহ্যিক কিছু কারণের উল্লেখ আগে করা হয়েছে। এগুলি ছাড়া যে অন্তঃপাতী উদ্দীপক, তার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে পাখিদের জনন অঙ্গগুলির অবস্থাভেদের কথাও উল্লেখ করেন পক্ষীবিদরা। দেখা গেছে প্রজনন অক্ষম পাখিদের পরিযায়ী প্রবৃত্তি থাকে না। দিনের সূর্য, রাতের তারার ঋতুমাফিক প্যাটার্ন, চাঁদের কলা ক্ষয়বৃদ্ধি, এককথায় অন্তরীক্ষের পটবদলের সবটুকুই অনুসরণ করে পরিযায়ী পাখি। আকাশ মেঘলা থাকলে অনেক পাখির পরিযান ব্যাহত হয়। আবার হামিং বার্ড, পায়রা এদের কোনো অসুবিধা হয় না মেঘলা দিনে সূর্যের অবস্থান বুঝে নিতে। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি ধরতে পারে ওরা। যারা রাতে ওড়ে সেইসব ছোটো পাখিরা রাতের আকাশ চেনে। ফুটফুটে চাঁদনি রাতে চেনা নক্ষত্রের অবস্থান ঠিক করতে না-পেরে মালার্ড হাঁসেরা পরিযায়ী উড়ান বন্ধ রেখেছে এমনও লক্ষ করেছেন জার্মান পক্ষীবিদ Franz Sauer। দিনে পরিযায়ী শিকারি পাখিরা সূর্যের আলোর প্রতিসরণ লক্ষ করে। পরিভাষায় একে বলে 'Mentotaxis'। ট্যাক্সিস শব্দের অর্থ কোনো উদ্দীপক যেমন আলো অথবা খাদ্যের কোনো জীবের চলিষ্ণুতার উপর প্রভাব। পৃথিবীর ঘূর্ণনে বাতাসের গতি পরিবর্তনে তৈরি প্রতিক্রিয়া 'Corolis effect'। (উত্তর গোলার্ধে ক্লক ওয়াইজ, দক্ষিণ গোলার্ধে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ) অনুভব করে কিছু পাখি। পক্ষী পরিযানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে বলে অনুমান কিছু বিশারদের। দিনের পরিযায়ীদের কিছু সংখ্যক পাহাড়, অরণ্য, নদী ইত্যাদি ভৌগোলিক ল্যান্ডমার্ক চিনে রাখে। কিছু দূর পরিযায়ী পাখি নীচু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আওয়াজ ইনফ্রাসাউন্ড, ডেউয়ের শব্দ বাতাসের গোঙানি, ধরতে পারে এবং সেগুলি দিকনির্ণয়ে কাজে লাগায়। ১৯৭০ সালে একটি পরীক্ষায় দেখা যায় পায়রাদের মস্তিষ্ক এবং গ্রীবার মাংসপেশিতে ম্যাগনেটাইট থাকার কারণে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন অনুভূত হয় ওদের।

আসা যাওয়ার মানচিত্রটা একবার খুঁটিয়ে দেখা যাক। বসন্তে পুরুষ পাখি প্রথম উড়ে আসে নির্দিষ্ট প্রজনন ভূমিতে। এর পরেই আসে সঙ্গিনী পাখিটি। এদের দলের পিছনে থাকে অপ্ৰাপ্তবয়স্ক পাখিরা, যারা আগামী বসন্তে প্রজননক্ষম হয়ে উঠবে। এই ক্রম শরতকালে পরিযায়ী উড়ানে ঠিক উলটে যায়। অর্থাৎ তখন সামনের সারির পাখিগুলো অপ্ৰাপ্তবয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী পাখিরা ওদের অনুসরণ করে। চমকে দেবার মতো ঘটনা। অনভিজ্ঞ অপ্ৰাপ্তবয়স্ক পাখিগুলো আশ্চর্য নিখুঁতভাবে দুর্ঘটনা এবং পথভ্রান্তি এড়িয়ে কোনো ঠিক-ঠিকানা না-জানা হাজার হাজার মাইল দূর গন্তব্যে কী করে পৌঁছে যায় প্রায় ঘড়িধরা সময়ে এটা আজও দুর্জয়ের রহস্য। এর একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হল এটি একপ্রকার সহজাত জাতি প্রথা যা অগুস্তি পরিযায়ী বংশানুক্রমের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। একই রকম অবাধ করা ঘটনা সদ্য প্রজননক্ষম পাখিটি, ধরা যাক কোনো বাবুই, সঠিক ঋতুর সঠিক সময় তার গোত্র নির্দিষ্ট বাসা যত কঠিন হোক সে নির্মাণ, বানিয়ে ফেলবেই কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়া।